



321464 - কর্মস্বত্থলরে মরোবাইল ব্য়ক্তগিত কাজে ব্য়বহার করার হুকুম; যদি মাস শষে ব্য়ালনেস অতিরিক্ত থকে যায়

প্রশ্ন

আমাদরে হডে অফসি কাজরে স্বার্থে কিছু কর্মকর্তাকে ব্য়ক্তগিতভাবে ব্য়বহার করার জন্য একটি মরোবাইল সটে দেয়। এ মরোবাইলে একটি সিমি কার্ড থাকে। প্রত্যকে মাসে এতে ১০ দিনার ব্য়ালনেস, ১০ দিনার বোনাস টক টাইম, ১ জবি ইন্টারনেটে দয়ো হয় এবং এর সাথে অফসিরে কর্মকর্তাদরে সাথে কল ফ্রি। ফলে মরোবাইলরে ব্য়ালনেস কবেল অফসিরে বাইররে লোকদরে সাথে কথা বলার সময়ই ব্য়বহৃত হয়। এতে করে এক্সট্রা কোন বলি আসে না। অনুরূপভাবে ইন্টারনেটে কখনও অফসিরে কাজে ব্য়বহৃত হয় না। মাস শষে এই ইন্টারনেটে ও বোনাস টক টাইম বাতলি করে দয়ো হয় এবং এর বদলে নতুন ব্য়ালনেস দয়ো হয়। উল্লেখ্য, টক টাইমরে ব্য়ালনেস ও ইন্টারনেটে ব্য়বহার করার ফলে অফসিরে কোন ক্ষতি হয় না এবং অফসিকে অতিরিক্ত কোন অর্থ পরিশোধ করতে হয় না। কারণ অফসি এ সার্ভিসিরে জন্য প্রতি মাসে নির্দিষ্ট একটি অর্থ পরিশোধ করে থাকে। এমতাবস্থায়, টক টাইমরে ব্য়ালনেস ও ইন্টারনেটে ব্য়ক্তগিত কাজে ব্য়বহার করার হুকুম কি?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

অফসিরে প্রয়োজনরে অতিরিক্ত টক টাইম কথিবা এক্সট্রা ব্য়ালনেস যদি বাতলি করে দয়ো হয় এবং অফসিরে স্বার্থে এটাকে ব্য়বহার করা না যায়: তাহলে যে অভিমতটি অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হল সটো হল কোন ফায়দা ছাড়া কথিবা অফসিরে কোন উপকার ছাড়া এটিনিষ্ট হয়ে যাওয়ার চয়ে কর্মকর্তা এটি ব্য়বহার করাটাই উত্তম। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পদ নষ্ট করা থকে নষিধে করছেন। যে ব্য়ালনেস অফসিরে কোন কাজে লাগবে না এবং এটি ব্য়বহাররে ব্যাপারে অফসি আগ্রহী নয় সটো তটো নষ্ট হয়ে যাবে। যদি কর্তৃপক্ষ থকে বা অফসি প্রধান থকে এ ব্যাপারে অনুমতি নিয়ে নয়ো যায় তাহলে সটো ভাল ও দায়মুক্তির ক্ষত্রে অধিক উত্তম।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: অফসিরে জনিসিপত্র ব্য়ক্তগিত কাজে ব্য়বহার করার হুকুম

মূল বধিান হল অফসিরে টেলিফোন কবেল অফসিরে কাজেই ব্য়বহার করতে হবে। মরোবাইল সটে ও মরোবাইলরে ব্য়ালনেস

কর্মকর্তার হাতে একটি আমানত। এ আমানত অনুমতি ছাড়া কোন কিছু করা যাবে না। যহেতু আল্লাহু তাআলা বলছেন: “হে মুমনিগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।” [সূরা নসি, আয়াত: ২৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইজ্জত তোমাদের পরস্পরের মাঝে হারাম; যমেনভাবে তোমাদের এই দিন, এই মাস, এই শহর হারাম। উপস্থিতি ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতি ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়।” [সহিহ বুখারী (৬৭) ও সহিহ মুসলিম (১৬৭৯)]

তিনি আরও বলেন: “কোন ব্যক্তির সম্পদ হালাল নয়; যদি না সে প্রসন্নচিত্তে স্টেট দিয়ে।” [মুসনাদে আহমাদ (২০১৭২), আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (১৪৫৯) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

যদি কোন কর্মকর্তাকে উপহার হিসেবে মোবাইল ব্যালেন্স দেয়া হয় এবং শর্ত করা হয় যে, নির্দিষ্ট কিছু যোগাযোগে এ ব্যালেন্স ব্যবহার করতে হবে; তাহলে সেই শর্ত মেনে চলা তার জন্য আবশ্যিক। সুতরাং যদি কেবল কাজের স্বার্থে ব্যালেন্স দেয়া হয় তাহলে স্টেটের হুকুম কমন হবে!?

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “আমাদের নকিট সূত্র হল: যদি কেউ মানুষের কাছে থেকে কোন সম্পদ নির্দিষ্ট কোন কিছু জন্য গ্রহণ করে থাকে তাহলে সে ব্যক্তি এ সম্পদ তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কোন খাতে ব্যয় করতে পারবে না।” [আল-লক্বি আশ্শাহরি (৪/৯) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: “সরকারী অফিসের ছোটখাট কিছু জনিসি যমেন- কলম, খাম, রুলার ইত্যাদি কর্মকর্তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার হুকুম কি? জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

জবাবে তিনি বলেন: “অফিসের সরকারী জনিসিপত্র ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হারাম। কেননা তা আমানতের বরখলোফ; আল্লাহু তাআলা যে আমানত রক্ষা করা ফরয করছেন। তবে যে জনিসি ব্যবহারের দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না স্টেটের ব্যাপার ভিন্ন। যমেন- রুলার ব্যবহারে কোন প্রভাব বা ক্ষতি নাই। কিন্তু, কলম, কাগজ, ফটোকপি মেশিন এসব সরকারী জনিসিপত্র ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়যে নয়।” [ফাতাওয়া ইসলামিয়া (৪/৩০৬) থেকে সমাপ্ত]

দুই: অফিসের প্রয়োজনের অতিরিক্ত টক-টাইম ও এক্সট্রা ব্যালেন্স ব্যবহার করার হুকুম

অফিসের প্রয়োজনের অতিরিক্ত টক টাইম কথিবা এক্সট্রা ব্যালেন্স যদি বাতিল করে দেয়া হয় এবং অফিসের স্বার্থে এটাকে ব্যবহার করা না যায়; তাহলে যে অভ্যাসটি অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হল স্টেট হল কোন ফায়দা ছাড়া কথিবা অফিসের কোন উপকার



ছাড়া এটিনশ্ট হয়ে যাওয়ার চয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এটি ব্যবহার করাটাই উত্তম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পদ নশ্ট করা থেকে নষিধে করছেন। যে ব্যালেন্স অফিসের কোন কাজে লাগবে না এবং এটি ব্যবহারে ব্যাপারে অফিস আগ্রহী নয় সটো তো নশ্ট হয়ে যাবে।

স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্রতে (১৫/৩৯১) এসছে: প্রশ্ন: কখনও কখনও আমি অফিসে থাকাকালে অফিসের কোন জনিসি; যমেন- ফটোকপরি পপোর, ব্যবহৃত টাইপ রাইটারের রবিন, কলম, কার্বন কপি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারে জন্য কিংবা কোন বন্ধুকে দয়ার জন্য নিয়ে থাকি। কোন কোন সময় অফিস প্রধানের অনুমতি নহি এবং তিনি আমাকে অনুমতি দেন। কখনও কখনও অনুমতি দেন না; তার অজ্ঞাতসারে আমি গ্রহণ করি। এভাবে অফিস প্রধানকে জানিয়ে কিংবা না জানিয়ে এগুলো গ্রহণ করাটা কি হারাম? উল্লেখ্য, এ জনিসিগুলো অফিস প্রধানের মালিকানাধীন নয় কিংবা কোম্পানীর অন্য কোন সদস্যের মালিকানাধীন নয়। আর যদি এমন কিছু জনিসি হয় যগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলে দয়া হব; আমি যদি সেগুলো নিয়ে নহি; তাহলে কি আমার কোন গুনাহ হব? দয়া করে আমাকে জানাবেন; আল্লাহ আপনাদেরকে জ্ঞান দনি।

জবাব: কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জন্য কোম্পানীর বা অফিসের স্টেশনারী জনিসিপত্র বা সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। কেননা সটো হব অনুমতি ব্যতীত অন্যদের অধিকারে সীমালঙ্ঘন করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ তাঁর সন্তুষ্টচিত্ত ব্যতীত হালাল নয়।”

আর যদি এমন কোন জনিসিপত্র হয় যগুলো অচরিই ডাস্টবিনে ফেলে দয়া হব তাহলে সেগুলো নিয়ে যেতে কোন বাধা নহি। কেননা সে সব জনিসির মালিক সেগুলো ফেলে দিয়েছে।

আল্লাহই তাওফকিরে মালিক, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।

বাকর আবু যায়দে, আব্দুল আযযি আল শাইখ, সালহে আল-ফাওয়ান, আব্দুল্লাহ্বনি গাদইয়ান, আব্দুর রাজ্জাক আফফি, আব্দুল আযযি বনি আব্দুল্লাহ্বনি বায।[সমাপ্ত]

যদি কর্তৃপক্ষ থেকে বা অফিস প্রধান থেকে এ ব্যাপারে অনুমতি নিয়ে নতি পাবে তাহলে সটো ভাল ও দায়মুক্তির ক্ষেত্রে অধিক উত্তম।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।